বাংলা একাডেমীর চৌত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলা একাডেমী চত্বর, শুক্রবার, ১৬ পৌষ ১৪১৮, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,
নোবেল বিজয়ী বিশ্ববরেণ্য অর্থনীতিবিদ বাঙালির গর্ব ড. অমর্ত্য সেন,
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পবিত্র সরকার,
আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ,
বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক,
সমবেত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলা একাডেমীর চৌত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ফেলোশীপ প্রদান অনুষ্ঠানে একাডেমীর সকল ফেলো ও সদস্য সহ উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সে জন্য তাঁকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলা একাডেমী আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণার পীঠস্থান। বাঙালি জাতিসত্ত্বার প্রাণকেন্দ্র। এ মহতী প্রতিষ্ঠান আমাকে ফেলোশীপ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় কার্যনির্বাহী পরিষদকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

দেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, পন্ডিতদের এই মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করাও আমার জন্য এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আমি আরো কৃতজ্ঞ, আমাকে নোবেল বিজয়ী বিশ্ববরেণ্য বাঙালি মনীষী অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সঙ্গে সম্মানিত করায়। এটি আমার জন্য এক দুর্লভ সম্মান বলে আমি মনে করি।

সুধিমন্ডলী,

ঔপনিবেশিক ও পাকিস্তানী শাসন আমলে চরম প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে এ দেশে বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৪৮ সাল থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। যার সমাপ্তি হয়, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে অংশ নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ অনেক নেতা-কর্মী জেলে গেছেন। সালাম, রফিক, শফিক, জববার, বরকত সহ অনেক ভাষা সৈনিক আত্মাহুতি দিয়েছেন। তাঁদের সকলের ত্যাগকে আজকের এ দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

সুধিবৃন্দ,

ভাষা আন্দোলনের সেই বিজয়ের মধ্য দিয়েই বাঙালির স্বাধীনতার বীজ রোপিত হয়। বাঙালি হৃদয়ের অনুভূতি ও আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় শহীদ মিনার ও বাংলা একাডেমী। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি রাজনীতিবিদ, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী ও বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচিত হয়। তাই এ প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যে কোনো সম্মাননা আমার জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

শিশু বয়স থেকে বাবা-মা সহ গোটা পরিবারে বাংলা ও বাঙালির অধিকার রক্ষার আন্দোলনের এত কথা শুনেছি, এত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে তখন থেকেই বাংলা ও বাঙালির সাথে নিজের সত্ত্বাকে মিশিয়ে ফেলেছি। খালি পায়ে ফুল হাতে শহীদ মিনারে গিয়েছি। স্কুল জীবনেই ছাত্র রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িত করার হাতেখড়ি নিয়েছি। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যকে নিজের করে নিয়েছি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও বাংলা সাহিত্যই ছিল আমার অধ্যয়নের মূল বিষয়। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী বলতে আমি এখনো গর্ব অনুভব করি।

বাংলা একাডেমীর সাথে আমার শিক্ষাজীবনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় নিয়মিতভাবে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করতে এসেছি। কখনও বটমূলে বসে কখনও বা এখনকার এই রবীন্দ্র চত্বরে সংস্কৃতি চর্চায় মেতে উঠেছি। বাংলা একাডেমীর বইমেলা শুরু হওয়ার পর বইমেলায়ও এসেছি বহুবার। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সাথে সময় কাটিয়েছি। সেইসব সুখস্মৃতি কখনও ভোলা যায় না। একাডেমীর জীবন-সদস্য হওয়ার পর একাডেমীর সাধারণ সভায়ও যোগ দিয়েছি। তা-ও এক আনন্দময় সুখস্মৃতি।

এখন বইমেলায় আসি খুবই আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে। সেখানেও সুযোগ করে নানা বইয়ের দোকানে বই নেড়েচেড়ে দেখি। ছোট সময়ে নতুন বইয়ের আনকোড়া কাগজের মনমাতানো গন্ধের স্মৃতি খুঁজে বেড়াই এক বই থেকে অন্য বইয়ে। বড়ো ভালো লাগে। এই তো গত বইমেলায় আজকের বিশিষ্ট অতিথি ড. অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে বই দেখলাম। ইচ্ছে হয়, প্রতিবছর বইমেলায় আসি এবং এক দোকান থেকে অন্য দোকানে বইয়ের খোঁজ করি।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমীকে সবসময় নানাভাবে সহায়তা করেছেন। স্বাধীনতার পর অর্থ কৃচ্ছ্রতার সময়েও বাংলা একাডেমীর অর্থ বরাদ্দে কার্পণ্য করেননি। আমরা জাতির পিতার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছি।

বিগত সময়ে বাংলা একাডেমীর গৌরব অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়েছিল। আমরা একাডেমীর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছি। নতুন প্রজন্মকে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসে ভাষা-আন্দোলন জাদুঘর এবং জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। একাডেমীর জন্য আবর্তক খাতে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য আরো ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর ফলে বাংলা একাডেমী এখন অনেক বড় বড় গবেষণা কাজ শুরু করতে পারছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ ১৯০১ সালে খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গত ১১০ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। বিশ্বকবির আরাধ্য সেই কাজ বাংলা একাডেমী বিগত আড়াই বছরে সম্পন্ন করেছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা আকাদেমিকেও অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি, প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থের এ দুটি খন্ড বাংলা ভাষা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। এভাবেই আমরা বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সার্থকতা আনতে চাই।

সুধিমন্ডলী,

আমরা বাংলা ভাষাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। '৯৬ সরকারের সময় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এবার আমরা বাংলা

ভাষা সহ বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন প্রণয়ন করেছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি, আজকের সাধারণ সভার মূল অধিবেশনে সদস্যবৃন্দ একাডেমীর কার্যক্রম পর্যালোচনা করবেন। বাংলা একাডেমীর মাধ্যমে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে কার্যকর উদ্যোগ নেবেন।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা দুটি স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়ে সারাটা জীবন জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির একটি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য অর্জনে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। যুদ্ধাপরাধী-স্বাধীনতাবিরোধী ও তাদের দোসররা বাঙালির এ লক্ষ্য পূরণে বাধার সৃষ্টি করছে। গোটা বাঙালি জাতিকে '৫২ ও '৭১ এর মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসব অপশক্তির মোকাবেলা করতে হবে। দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। আসুন, এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা ২০১২ সাল শুরু করি। আপনাদের সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...